তারিখ ... 23 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৭ ... কলাম ... ২ ......

প্রথম আলো

বেতন-বিল ছাড়াতে ঘুষ দাবি!

কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি ●

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় আনন্দস্কুলের সমন্বয়কারী সাইদুর রহমানের বিরুদ্ধে বেতন ও বিলের জন্য ছয়টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে ঘুষ দাবি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে শিক্ষকেরা গত বুধবার কসবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কসবা উপজেলায় ৭৫টি আনন্দস্কুল রয়েছে। এর মধ্যে উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের বাউরখণ্ড, মূলগ্রাম, মেহারী ইউনিয়নের চৌবেপুর, কায়েমপুর ইউনিয়নের দিঘীরপাড়, বাদৈর ইউনিয়নের মান্দারপুর ও কসবা পৌর এলাকার চড়নালসহ ১১টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আট মাসের বেতন-ভাতা, টিফিন বিল ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পোশাক কেনার বিল বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থী না থাকাসহ নানা সমস্যার কারণে কর্তৃপক্ষ এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য বিল বন্ধ রেখেছে।

শিক্ষকেরা বেতন-ভাতা ছাড় করার জন্য উপজেলা সমন্বয়কারী সাইদুর রহমানকে অনুরোধ জানান। এ জন্য খরচের কিছু টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিলে তিনি আটটি বিদ্যালয়ের বেতন-ভাতা ও বিলের টাকা আনার ব্যবস্থা করেন। গত মঙ্গলবার সমন্বয়কারী প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বেতন-ভাতা ও বিলের টাকা দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠান। পরে ছয়টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাঁর কাছে এলে তিনি দুটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে ১০ হাজার এবং চারটি বিদ্যালয়ের কাছে পাঁচ হাজার টাকা করে ঘুষ দাবি করেন।

বুধবার শিক্ষকেরা বিষয়টি কসবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুহাম্মদ আরিফুল ইসলামকে জানালে তিনি তাঁদের উপস্থিতিতেই প্রকল্পের সমন্বয়কারীকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে লিখিত নেন।

বাউরখণ্ড আনন্দস্কুলের শিক্ষক ফারহান আক্তার বলেন, আট মাস ধরে তাঁদের বেতন-ভাতা বন্ধ। বেতন ও বিলের ব্যবস্থা করার জন্য স্যারকে খরচের টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বেতন-ভাতা অনুমোদন হওয়ায় স্যার ১০ হাজার টাকা দাবি করেছেন। দিঘীরপাড় আনন্দস্কুলের শিক্ষক বদরুন নাহারও একই কথা বলেছেন। টাকা না দিলে পরবর্তীকালে আবারও বেতন-ভাতা বন্ধের হুমকি দেন। কসবা উপজেলা আনন্দস্কুলের সমন্বয়কারী মো. সাইদুর রহমান বলেন, তিনি শিক্ষকদের কাছে ঘুষ দাবি করেননি।

কসবার ইউএনও মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম বলেন, প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকাসহ নানা সমস্যার কারণে ১১টি আনন্দস্কুলের শিক্ষকের বেতন-ভাতা বন্ধ থাকে। ওই বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকেরা সমন্বয়কারীকে টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিলে তিনি আটটি বিদ্যালয়ের বেতন-ভাতা এনে দেন। শিক্ষকদের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয়কারী টাকা দাবি করেছেন। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে সমন্বয়কারী ও শিক্ষকদের লিখিত বক্তব্য নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।